দৈনিক জনকণ্ঠ

138

তারিখ MAY 28 1999
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

বুয়েট খোলা না খোলা নির্ভর করছে তদন্ত কমিটির রিপোর্টের ওপর

ইলিয়াস খান

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)-এর খোলা-না খোলা এখন তদন্ত কমিটির রিপোর্টের ওপর নির্ভর করছে। তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশের পরই সিদ্ধান্ত নেয়া হবে কবে বিশ্ববিদ্যালয় খুলছে। বুয়েট খোলার বিষয়ে উপাচার্য অধ্যাপক নুরুদ্দিন আহমেদ বলেন, খোলার ব্যাপারে আমরা চেষ্টা করছি। আগামী দু'তিন দিনের মধ্যে তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পেলেই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। গত ২৯ দিন ধরে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বুয়েট বন্ধ রয়েছে। পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে একজন ছাত্রকে বুয়েট থেকে এক বছরের জন্য বহিষ্কার করলে ছাত্রদের ব্যাপক ভাংচুরের প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য এই প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ করে দেয়। বুয়েট বন্ধ ঘোষণার পর ২৮ এপ্রিলই মেকানিক্যাল অনুষদের ডীন অধ্যাপক অমলেশ চন্দ্র মণ্ডলকে প্রধান করে ৬ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। জানা গেছে, এই কমিটি ইতোমধ্যে তাদের তদন্ত কাজ শেষ করেছে। এখন রিপোর্ট তৈরি করা হচ্ছে। আগামী সপ্তাহের প্রথম দিকে রিপোর্ট পেশ করা হবে। রিপোর্টের প্রেক্ষিতে দোষী ছাত্রদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। তদন্ত রিপোর্ট প্রসঙ্গে বুয়েট শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ডঃ হোসেন আলী দোষীদের শাস্তি প্রসঙ্গে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশে উল্লেখ রয়েছে, কোন্ ধরনের অপরাধে কি শাস্তি হবে। তিনি বলেন, বুয়েটে যাতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে তার নিশ্চয়তা পেলেই আমরা কাজে যোগদান করব। উল্লেখ্য, এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে পুরকৌশল বিভাগ '৯৫ ব্যাচের ২য় লেভেল ১ম টার্মের ছাত্র সামিউল্লাহ দীপু তার ক্লাসমেট লাবণী সরকারের হয়ে ক্লাশ টেস্ট দেয়। লাবণী অসুস্থতার কারণে ভারতে ছিল। দীপু লাবণীর নামেই টেস্টের খাতাটি কর্তব্যরত শিক্ষক অধ্যাপক আজাদুর রহমানের কাছে জমা দেয়। তিনি হাতেনাতে এই অসদুপায় ধরে ফেলেন। বিষয়টি তিনি একাডেমিক কাউন্সিলকে জানান। পরে বুয়েটের 'বোর্ড অব রেসিডেন্স এ্যান্ড ডিসিপ্লিন' ইমপারসোনেশনের কারণে দীপুকে ২ বছরের জন্য বুয়েট হতে বহিষ্কার করে।

পরে দীপুর আবেদনের প্রেক্ষিতে শাস্তির মেয়াদ এক বছর কমিয়ে দেয়া হয়। ইউকসুসহ অধিকাংশ ছাত্র সংগঠন দীপুর বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের দাবি জানায়। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাদের সিদ্ধান্তে অটল থাকে, কেননা, ইমপারসোনেশন-এর শাস্তি হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিরতরে বহিষ্কার করা। 'বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এই অটল থাকার সিদ্ধান্ত'ই ছাত্র সংগঠনগুলো কাজে লাগায়। ২৬ ও ২৭ এপ্রিল তারা নজিরবিহীন ভাংচুর চালায়। শুধু ভাংচুরই নয়, ছাত্রদের তাণ্ডবলীলায় শিক্ষকদের পরিবার চরম নিরাপত্তাহীন অবস্থায় পড়ে যায়। অনেক শিক্ষক পরিবার ভয়ে ঘর ছেড়ে রাস্তায় নেমে আসে। এমতাবস্থায় অনন্যোপায় হয়ে কর্তৃপক্ষ ২৮ এপ্রিল বুয়েট অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে।